সংবাদ

তারিখ 23 OCT 2012
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ৩

ডিজিটাল চুরি নিয়োগ-ভর্তি —

# প্রশ্নপত্র ফাঁস : দুদক কর্মকর্তাসহ গ্রেফতার ১১

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

ডিজিটাল পদ্ধতির মাধ্যমে অভিনব কায়দায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা ও বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হচ্ছে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তির কিছু ঘড়ির মাধ্যমে পরীক্ষার হলে পৌঁছে দেয়া হচ্ছে প্রশ্নের উত্তর। আর এ জন্য পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে নেয়া হচ্ছে লাখ লাখ টাকা। সম্প্রতি এরকম একটি গ্রুপকে চিহ্নিত করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ। ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে ১১ জনকে গ্রেফতার করেছে গোয়েন্দা পুলিশ। এর মধ্যে একজন দুদকের কর্মকর্তাও রয়েছেন। গতকাল ডিএমপির মিডিয়া সেন্টারে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানানো হয়। গ্রেফতারকৃতরা হলেন- দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) সহকারী পরিদর্শক মফিজুর রহমান ওরফে মফিজ (২৫), কফিল উদ্দিন মাহমুদ (৩০), আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির বিবিএ সপ্তম সেমিস্টারের ছাত্র রেফায়েত সানি (২৪), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের,

প্রশ্নপত্র : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৪

## প্রশ্নপত্র : ফাঁস

(১ম পৃষ্ঠার পর)

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ষষ্ঠ সেমিস্টারের ছাত্র অমিতাভ চৌধুরী (২১), ফিন্যান্স বিভাগের সান্ধ্যকালীন এমবিএর ছাত্র আবদুল্লাহ আল মামুন (২৪), বিশ্বধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র হাবিবুর রহমান হাবিব (২৪), সাংবাদিকতা বিভাগের সাবেক ছাত্র নুরুল হুদা ওরফে ডলার মাহমুদ (২৩), জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের শেষ বর্ষের ছাত্র রুবেল বিশ্বাস (২৩), আজিজুল হক শিশির, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ৪র্থ বর্ষের ছাত্র ইসতিয়াক আহমেদ পরশ (২২) ও মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের ছাত্র সাজ্জাদ হোসেন (২২)।

পুলিশ বলছে, গ্রেফতারকৃতরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়সহ একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার ও পিএসসি, ব্যাংকসহ বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে সরাসরি জড়িত। তবে এদের মধ্যে মফিজুর, কফিল উদ্দিন ও রেফায়েত সানি হচ্ছে প্রধান। এ ছাড়াও প্রশ্নপত্র ফাঁসে শিক্ষক-কর্মচারী এবং রাজনৈতিক দলের কিছু নেতাকর্মী জড়িত রয়েছে। এ সময় গোয়েন্দা পুলিশের অতিরিক্ত উপ-কমিশনার মনিউর রহমান জানান, ১৯ অক্টোবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা শেষে হারুন-আর-রশিদকে ঢাবির কয়েকজন ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের জিয়া হলের ২০৮ নম্বর রুমে আটকে রাখে। তারপর তার বাবার কাছে ১ লাখ ৩০ হাজার টাকা মুক্তিপণ দাবি করে। পরে গত শনিবার দুপুর আড়াইটার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর আমজাদ আলীর সহযোগিতায় সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে। এ সময় জাহাঙ্গীরনগরে ছাত্র রুবেল ও শিশির এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাবিবুরকে গ্রেফতার করা হয়। পরে তাদের রিমান্ডে এনে জিজ্ঞাসাবাদের ভিত্তিতে গত রোববার গভীর রাত পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ও খিলগাঁওয়ে অভিযান চালিয়ে অন্যদের গ্রেফতার করে পুলিশ।

তিনি আরও বলেন, মফিজুর রহমান মফিজ নিজেকে দুদকের সহকারী পরিদর্শক বলে দাবি করেছেন। তবে তোন পরিচয়পত্র দেখাতে পারেননি। আর কফিল একটি বেসরকারি ব্যাংকে চাকরি করলেও বর্তমানে বেকার। জিজ্ঞাসাবাদে তারা জানান, ভর্তি পরীক্ষা ও চাকরি নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন পরীক্ষার হল থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভিন্ন শিক্ষক ও কর্মচারীর মাধ্যমে পরীক্ষা শুরু হওয়ার কয়েক মিনিট আগে ফাঁস করে। এ সিন্ডিকেটের এক্সপার্ট গ্রুপ যারা বাংলা, ইংরেজি, গণিত, সাধারণ জ্ঞান ইত্যাদিতে দক্ষ তাদের মাধ্যমে দ্রুত সমাধান করেন এবং মোবাইলে এসএমএসের মাধ্যমে তার সঙ্গে চুক্তি থাকা বিভিন্ন পরীক্ষার্থীর ঘড়ি সদৃশ মোবাইল ফোনে পাঠিয়ে দেয়া হয়। নকলের কাজে ব্যবহৃত এ মোবাইলগুলো দেখতে অবিকল ঘড়ির মতো এগুলো দিয়ে এসএমএস পাঠানো, এসএমএস রিসিভ, ভিডিও রেকর্ডিং ইত্যাদি করা যায়। মোবাইল ফোন পরীক্ষা হলে নেয়া সম্পূর্ণ নিষেধ। তাই এগুলো ঘড়ির মতো দেখতে বলে পরীক্ষা হলে নেয়া নিষিদ্ধ নয়। ফলে সহজেই এসব মোবাইলে আসা এসএমএস ও ভিডিও রেকর্ডিংকৃত নকল নোট পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষায় ব্যবহার করে। প্রশ্ন ফাঁসকারী এসব সিন্ডিকেটের কাছে প্রায় ১২২টির মতো ঘড়ি সদৃশ মোবাইল আছে। এরা চীন থেকে ঘড়িগুলো আমদানি করেছে। তিনি বলেন, মফিজ ও কফিল ১ থেকে দেড় লাখ টাকার বিনিময়ে পরীক্ষায় পাস গ্যারান্টি দেবে এ শর্তে পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে চুক্তি করে। পরশ, রুবেল, সাজ্জাদ, হাবিব তারা পরীক্ষার্থীদের সিন্ডিকেটের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেয়। তার বিনিময়ে তারা কমিশন পায়। সানি, মামুন, ডলার মাহমুদ, অমিতাভ এক্সপার্ট গ্রুপের সদস্য। তারা প্রশ্নপত্রের প্রতিটি ভাগ সমাধান করে দেয়ার বিনিময়ে ৫ হাজার থেকে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত পেয়ে থাকে। এরা ঢাকা কলেজ, তেজগাঁও কলেজ, ইডেন কলেজ, সিটি কলেজ, মিরপুর বাঙলা কলেজ, তিতুমীর কলেজ, বদরুন্নেসা কলেজসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীর যোগসাজশে পরীক্ষার আসন পরিবর্তন করে তারা সুবিধাজনক স্থানে বসার ব্যবস্থা করে এবং অনেক ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষার হলে যাতে শিক্ষকরা গার্ড দেয়ার সময় অসুবিধা সৃষ্টি না করে সেজন্য তাদের সঙ্গে আর্থিক চুক্তিও করে থাকে। তিনি জানান, এ গ্রুপের অনেকেই বিভিন্ন কোচিং সেন্টারের সঙ্গে জড়িত আছে। প্রশ্ন ফাঁসকারী এ সিন্ডিকেট সম্পর্কে আরও তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে এবং জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেফতারের চেষ্টা অব্যাহত আছে।

জানা গেছে, তিনটি ধাপে প্রশ্নপত্র ফাঁস করা হয়ে থাকে। প্রথম ধাপ একটি গ্রুপ পরীক্ষার হল থেকে শিক্ষক, কর্মচারীর যোগসাজশে প্রশ্ন বের করে নিয়ে আসে। দ্বিতীয় ধাপে একটি এক্সপার্ট গ্রুপ যারা বাংলা, ইংরেজি, গণিত, সাধারণ জ্ঞান ইত্যাদিতে দক্ষ তাদের বেশিরভাগই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, আইবিএ, মেডিকেল কলেজ, বুয়েট ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের ছাত্র। তারা কয়েক মিনিটের মধ্যেই পুরো প্রশ্নপত্রটি সমাধান করে ফেলে। তৃতীয় ধাপে কয়েকজন মিলে প্রশ্নপত্রের সমাধানগুলো মোবাইলে এসএমএসের মাধ্যমে পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের ঘড়ি সদৃশ মোবাইলে পাঠিয়ে দেয়। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে রুবেল জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের প্রচার সম্পাদক, শিশির ছাত্রলীগ কর্মী এবং হাবিবুর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগ নেতা।

ভুক্তভোগী হারুন বলেন, ভর্তি পরীক্ষার সময় একটি ঘড়ি দেয়া হবে। এ ঘড়ির মধ্যে আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রশ্নপত্রের সব উত্তর পাঠিয়ে দেয়া হবে। এভাবে ভর্তি পরীক্ষায় চান্স পাওয়ার জন্য তিনি শিশির ও রুবেলকে দেড় লাখ টাকা দিতে চান। কিন্তু গত শুক্রবার সকালে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা দিতে যাওয়ার আগে ভয়ে ডিজিটাল প্রযুক্তির ঘড়িটি নিতে অস্বীকার করেন। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার পর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা দিতে এলে তাকে ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের জিয়া হলে নিয়ে যাওয়া হয়। রাতে তাকে লোহার রড দিয়ে পেটানোর পর বাবার মোবাইলে ফোন করে ১ লাখ ৩০ হাজার টাকা এসএ পরিবহনের মাধ্যমে পাঠাতে বলা হয়।

তিনি আরও জানান, চীন থেকে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ১২২টি ঘড়ি নিয়ে আসা হয়েছে বলে প্রশ্নপত্র ফাঁসকারীরা তাকে জানায়। এ ঘড়ির মাধ্যমে ফাঁস হওয়া প্রশ্নের উত্তর পৌঁছে দেয়া হয়। তার পরীক্ষার হলেও এমন ৪ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিয়েছিল বলে তিনি জানান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগ নেতা হাবিব জানিয়েছেন, পূর্ব পরিচিত হওয়ায় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই ছাত্র হারুনকে তার রুমে আটকে রাখে। পরে তার মোবাইল নম্বর দিয়ে এসএ পরিবহনের মাধ্যমে হারুনের বাবাকে ১ লাখ ৩০ হাজার টাকা পাঠাতে বলে। সেই টাকা আনতে গেলে পুলিশ তাকে ও রুবেলকে গ্রেফতার করে।